গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন শাখা
www.mofl.gov.bd

তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন

প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতির ক্ষেত্রে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বড় একটি চ্যালেঞ্জ। তামাকের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় এবং সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদের বিধান বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের যৌথ প্রচেষ্টায় সরকার ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) শীর্ষক বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুযায়ী তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ তথা জনস্বাস্থ্যবিষয়ক পদক্ষেপসমূহকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের জন্য অনুসরণীয় গাইডলাইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য সদস্য দেশসমূহের সুবিধার্থে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা FCTC Article 5.3 এর আলোকে মডেল গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনসহ অন্যান্য নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য FCTC Article 5.3 এর আলোকে নিম্নোক্ত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হলো

১.০ নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞা:

১.১ তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি/তামাকজাত পণ্য বিপণনকারীর সঙ্গে যে কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ও চুক্তি বর্জন এবং যে কোনো সহায়তা গ্রহণ ও প্রদান থেকে বিরত থাকা

১.১.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌথ কোনো কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা করবেন না। অর্থাৎ তামাক কোম্পানির সঙ্গে যে কোনো অংশীদারিত্ব বর্জন করবে। তামাক কোম্পানি কর্তৃক আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সহায়তা ও সমর্থন প্রদান থেকেও বিরত থাকবে।

১.১.২ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এলাকায় সকল বিধিবিধান/ নীতিমালা/নির্দেশনা কিংবা ২০১৩ সালে সংশোধিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এ প্রণীত আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান বাস্তবায়নসহ যে কোন কাজে তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির প্রতিনিধির কোন মতামত, পরামর্শ বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিসের কোনো কর্মচারী কোন অনুষ্ঠানে, কোনো পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিরত থাকবে ও তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ পরিহার করবে।

১.১.৩ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কোনরূপ আর্থিক/কারিগরি বা অন্য কোনো প্রকারের সহযোগিতা গ্রহণ করবে না। এছাড়া তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক, কারিগরি বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধা যেমন-উপহার, উপঢৌকন, অনুদান, সেবা, পারিতোষিক, বিনোদন, শেয়ার, ঋণ বা সমজাতীয় কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

১.১.৪ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী তামাক কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত যে কোন কার্যক্রম তা সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম বা যে নামেই হোক না কেন, সেসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সমর্থন, সহায়তা ও স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকবে।

১.১.৫ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায় উক্ত মন্ত্রণালয়ের সম্পদ/স্থাপনা ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিকে কোন কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

১.১.৬ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠান তামাক কোম্পানি বা তামাক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের সহিত জড়িত কোনো কোম্পানির বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন ধরনের প্রচারের জন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করা বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

১.২ তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ সীমিত করা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা:

১.২.১ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী তামাক কোম্পানির সঙ্গে যে কোন প্রকারের যোগাযোগ পরিহার করতে হবে। উল্লেখ্য, তামাক কোম্পানি কর্তৃক কেবল আওতাধীন এলাকায় তামাক কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ বা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে 'অত্যাবশ্যকীয়' হলে তামাক কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। এক্ষেত্রে, সকল যোগাযোগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ উন্মুক্ত, আনুষ্ঠানিক, স্মারকযুক্ত নোটিশ ও নথিভুক্তকরণ সাপেক্ষে হতে হবে।

১.২.২ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার দরকার হলে আনুষ্ঠানিক স্মারকযুক্ত নোটিস/আমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে ০৭ (সাত) কর্মদিবস আগে অবহিত করে তামাক কোম্পানির সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনা করতে হবে। উল্লিখিত আলোচনার এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত বিবরণী সভার সভাপতি/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে নথিভুক্ত করবে এবং এর কপি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন, যার অনুলিপি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে প্রদান করতে হবে।

১.৩ তথ্য প্রকাশ:

১.৩.১ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তির সাথে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার বৈঠক বা যোগাযোগের তথ্য সকলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তামাক কোম্পানি/তামাক কোম্পানির পক্ষে কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের প্রতিবেদন নথি, অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাদি এবং তামাক কোম্পানি কর্তৃক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারীকে কোনো উপহার, উপঢৌকন, অনুদান, সেবা, পারিতোষিক, বিনোদন, শেয়ার, ঋণ বা সমজাতীয় প্রস্তাব ইত্যাদিও তথ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৪ গাইডলাইন বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং:

১.৪.১ **বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ**: এ গাইডলাইনের লক্ষ্য পূরণে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে তামাক কোম্পানি বা তামাক জাতীয় পণ্য/ দ্রব্যের ব্যবসায়ের সহিত সম্পৃক্ত নয় এমন ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে।

১.৫ গাইডলাইন প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাধ্যবাধকতা: এ গাইডলাইন প্রতিপালন করা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দায়িত্ব। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/আঞ্চলিক অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারী উপরিউক্ত নির্দেশনাবলি লঙ্ঘন করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এ গাইডলাইন প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

০৭/০৮/২০২৫

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়